দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 SEP 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

024

বছরে ৬হাজার পরীক্ষার্থীকে নকল ও অন্যান্য অপরাধে বহিষ্কার করা হয়

॥ সাকির আহমদ ॥

নকলকারী পরীক্ষার্থীদের সনাক্ত করা বা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয় বলে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গড়ে ৬ হাজার পরীক্ষার্থীকে নকল ও বিভিন্ন অপরাধে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার জন্য আরো বেশী সংখ্যায় পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা সম্ভব হয় না।

প্রশাসনিক সমস্যা

বর্তমানে দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যায় পরীক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের ফলে প্রশাসনিক জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। কমিটির মতে, ৬টি সমস্যা প্রধানতঃ পরীক্ষা গ্রহণে জটিলতার কারণ। এগুলো হচ্ছেঃ (১) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরে ও গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় ৬ শতাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন। (২) প্রভাবশালী ব্যক্তিদের

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

৬ হাজার পরীক্ষার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চাপে কেন্দ্র নির্বাচনে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণে ব্যর্থতা। (৩) বিভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যার তারতম্য। (৪) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মানের ব্যাপারে বিভিন্ন কেন্দ্রের তারতম্য। (৫) কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অসহযোগিতামূলক আচরণ এবং (৬) বিপুল সংখ্যায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল প্রবণতা।

নকল সরবরাহ

কমিটি লক্ষ্য করেছেন যে, প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নকল প্রবণতার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কেন্দ্রে এক সংঘাতময় পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চারদিকে পুলিশী প্রহরা ও ১৪৪ ধারা জারি থাকার পরও বাইরে থেকে নকল সরবরাহ পরীক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। নকল প্রবণতাকে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে কমিটি বলছেন, পুরোপুরিভাবে নকল প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমনও অভিযোগ পাওয়া যায় যে, অভিভাবক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণও নকল ও দুর্নীতিতে ইন্ধন যুগিয়ে থাকেন।

সাবজেকটিভ প্রশ্ন

বর্তমানে প্রশ্নপত্র বেশীর ভাগই 'সাবজেকটিভ' ধরনের। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর রচনা ধারায় লিখতে হয়। এ পদ্ধতিতে উত্তরপত্রের অবমূল্যায়ন বা অতিমূল্যায়নের সুযোগ থাকায় এ বিষয়ে প্রায়ই অভিযোগ উঠে। কমিটি বলেছেন, গত ৭ বছর ধরে ২০ থেকে ২৫ ভাগ প্রশ্ন নৈর্বাচনিক ধরনের করা হয়। এর ফলে পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে বেশী নম্বর পাচ্ছে বলে দেখা গেছে।